স্কুল ফিডিংয়ের দুধ চুরির অভিযোগ, ছাত্রদল নেতা বহিষ্কার





বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল

পিরোজপুর জেলা

পোষ্ট অফিস রোড, পিরোজপুর।

তারিখ ০১.১০.২০২৬ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বহিষ্কারাদেশ প্রদান

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, পিরোজপুর জেলা শাখার সিদ্ধান্ত মোতাবেক, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে স্বরূপকাঠী (নেছারাবাদ) উপজেলাধীন স্বরূপকাঠী সরকারি কলেজের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ১নং বলদিয়া ইউনিয়ন ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক নাদিম মাহমুদ কে প্রাথমিক সদস্য সহ সকল সাংগঠনিক পদ থেকে বহিষ্কার করা হলো।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, পিরোজপুর জেলা শাখার সভাপতি **সালাউদ্দিন তালুকদার কুমার** ও সাধারণ সম্পাদক **মাহমুদ হাসান শাহীন** আজ এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সকল পর্যায়ের নেতা কর্মীদের তাঁর সাথে কোনরূপ সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

বার্তা প্রেরক

খালিদ হাসান

দপ্তর সম্পাদক (যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক পদমর্যাদা)

পিরোজপুর জেলা ছাত্রদল

ছবি: সংগৃহীত

পিরোজপুরের নেছারাবাদে শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দ স্কুল ফিডিংয়ের দুধ নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে ছাত্রদল নেতা নাদিম মাহমুদকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। শুক্রবার (২ অক্টোবর) জেলা ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক খালিদ হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

জেলা ছাত্রদল সূত্র জানায়, গত বুধবার বিভিন্ন গণমাধ্যমে ‘স্কুল ফিডিংয়ের দুধ চুরি, ২৭ প্যাকেট ফেরত’ শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশের পর বিষয়টি সংগঠনের নজরে আসে। পরে বৃহস্পতিবার রাতে জেলা ছাত্রদলের সভাপতি সালাউদ্দিন তালুকদার কুমার ও সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান শাহীন স্বাক্ষরিত সিদ্ধান্তে নাদিম মাহমুদের প্রাথমিক সদস্যপদসহ সংগঠনের সব পদ বাতিল করা হয়। জেলা ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক খালিদ হাসানের স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

নাদিম মাহমুদ স্বরূপকাঠি সরকারি কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং ১ নম্বর বলদিয়া ইউনিয়ন ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক ছিলেন। বিজ্ঞপ্তিতে সংগঠনের সব পর্যায়ের নেতাকর্মীকে বহিষ্কৃত নেতার সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগের সূত্রপাত উপজেলার ১৪৮ নম্বর দক্ষিণ বিন্না কাইলান্তরি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। বিদ্যালয়ের শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য রাখা ৩০ প্যাকেট দুধ নাদিম মাহমুদসহ কয়েকজন নিয়ে গেছেন বলে অভিযোগ ওঠে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর বিন্না খালে নৌকাবাইচ উপলক্ষে বিদ্যালয়ে অতিথিদের আপ্যায়নে শিক্ষকরা ব্যস্ত থাকার সময় লাইব্রেরিতে রাখা দুধগুলো নেওয়া হয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর গত বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) নাদিম মাহমুদ ২৭ প্যাকেট দুধ কিনে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে ফেরত দেন। সংশ্লিষ্টদের ভাষ্য, বাকি তিন প্যাকেট দুধ খেয়ে ফেলা হয়েছে। নাদিম মাহমুদ বলেন, তিনি ও তাঁর দুই বন্ধু বিদ্যালয় থেকে ৩০ প্যাকেট দুধ নিয়েছিলেন। এগুলো শিশুদের জন্য বরাদ্দ ছিল, তা তারা জানতেন না। পরে বিষয়টি জানতে পেরে ২৭ প্যাকেট দুধ কিনে ফেরত দেন।

এদিকে ঘটনার কয়েক দিন পর উপজেলা শিক্ষা অফিসকে বিষয়টি জানানোয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. নুরুল ইসলামকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তিন কর্মদিবসের মধ্যে লিখিত জবাব দিতে বলা হয়েছে।

নেছারাবাদ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. মঈনুল ইসলাম বলেন, ঘটনার কয়েক দিন পেরিয়ে গেলেও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষা অফিসকে বিষয়টি জানায়নি। এ কারণে প্রধান শিক্ষককে শোকজ করা হয়েছে।